দৈনিক ইত্তেফাক

তারিখ ... 29 SEP 1995 ...
পৃষ্ঠা ... ১৪ ... কলাম ... ৮ ...

রাতের ক্লাস

একটা সময় ছিল, রাতের ক্লাস মানে সব বয়স্ক ছাত্রদের পদচারণা। ছাত্রী সংখ্যা তেমন উল্লেখযোগ্য নয়। বিশেষ করে ল' কলেজগুলোতে এমন সব ব্যবস্থা ছিল। ৫০-এর দশক থেকে জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় কলেজে রাতের শিফট চালু হয়। মূলত কর্মজীবী মানুষদের লেখাপড়ায় শিক্ষিত করে তুলবার জন্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে রাতের শিফট চালু করা হয়। জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় কলেজে রাতের শিফটে প্রায় ১৭০ জন শিক্ষক রয়েছেন। ছাত্রছাত্রীর সংখ্যা প্রায় ১৫ হাজার। প্রিন্সিপাল একজন, ভাইস-প্রিন্সিপাল দু'জন।

কলেজটি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীন থাকা পর্যন্ত ভর্তির ক্ষেত্রে ছাত্র-ছাত্রীদের বয়সের কোন নির্দিষ্ট শর্ত ছিল না। জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় চালু হবার পর নিয়ম করা হয়েছে যে শিক্ষাবর্ষে ভর্তি হবে তার পূর্ববর্তী দুই বছরের মধ্যে ডিগ্রী পাস থাকতে হবে। ২০টা বিষয়ের বিভাগ নিয়ে জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় কলেজে প্রিলিমিনারী, পাসকোর্স এবং মাস্টার্স-এ ভর্তির সুযোগ রয়েছে। বিকেল সাড়ে চারটা থেকে রাত নয়টা পর্যন্ত আটটা পিরিয়ডে ক্লাস হয় এই কলেজে। তবে দিনের ক্লাসের চেয়ে রাতের ক্লাসে সময় বিভাজন করা হয়েছে দশ মিনিট কমিয়ে। দিনে প্রতি পিরিয়ডের সময় ৪৫ মিনিট রাতে ৩৫ মিনিট। মাঝে জোহর নামাজের মত মাগরিব নামাজের একটা বিরতি দেয়া হয়। এই ঢাকা নগরীতে ইন্টারমিডিয়েট এবং ডিগ্রী কোর্স নিয়ে জগন্নাথ ছাড়াও রাতের শিফট চালু রয়েছে মতিঝিল টিএন্ডটি এবং তেজগাঁ কলেজ। এছাড়া রাতের ক্লাসে ঐতিহ্য বজায় রেখে আছে ল' কলেজগুলো। বর্তমানে ঢাকায় ৭টি ল' কলেজ রয়েছে। বিজয়নগরে সেন্ট্রাল ল' কলেজ, মতিঝিলে ঢাকা ল' কলেজ, আগামসি লেনে সিটি ল' কলেজ, হাতিরপুলে বাংলাদেশ ল' কলেজ, কলাবাগানে ধানমন্ডি ল' কলেজ, মীরপুরে মীরপুর ল' কলেজ এবং খিলগাঁওয়ে রয়েছে জাতীয় আইন কলেজ।

সেন্ট্রাল ল' কলেজ সূত্রে জানা গেছে, এই কলেজে প্রথমবর্ষে ৪৯৫ জন এবং দ্বিতীয় বর্ষে ৩৩২ জন ছাত্রছাত্রী রয়েছে। বিকাল ৫-১৫ মিনিট থেকে ৭-৪৫ মিনিট পর্যন্ত মোট তিন পিরিয়ডে এই কলেজে ক্লাস অনুষ্ঠিত হয়। পূর্ববর্তী পরীক্ষা মিলিয়ে ৫ পয়েন্ট অর্জনকারী ছাত্রছাত্রীরা এই ল' কলেজে ভর্তির জন্য আবেদন করতে পারেন। তাদের আবেদনের ভিত্তিতে পরে মৌখিক পরীক্ষার মাধ্যমে ছাত্রছাত্রীদের ভর্তির জন্য নির্বাচিত করা হয়।

বয়স্ক যারা তারাই শুধু ল' পড়বে এ ধারণা পাল্টে গেছে। বিজয়নগরের সেন্ট্রাল ল' কলেজের চত্বরটি এখন তাই তারুণ্যের কোলাহলে মুখরিত। বেকার সমস্যা, পাস করে চাকরীর অভাব, এসবের জন্য ভবিষ্যৎ কর্মসংস্থানে 'হাতের পাঁচ' আইন ব্যবসা- এই ধারণা থেকে ডিগ্রী পাস করে অনেকেই ল' পড়ার জন্য আগ্রহী হয়ে উঠছে। জানা গেছে, সেন্ট্রাল ল' কলেজে মোট শিক্ষার্থীদের মধ্যে প্রায় ৪৫% মেয়ে।

কর্মহারা এ যুগে কর্মসন্ধানী তরুণরা রাতের শিফটে লেখাপড়ার সুযোগ নিয়ে দিনে বাড়তি উপার্জনের চেষ্টা চালাতে পারেন। চাকরী নিতে পারেন, ব্যবসা করতে পারেন। দিনের বেলায় শিখতে পারেন কম্পিউটার, টাইপ। বিভিন্ন কোর্সেও অংশ নিতে পারেন ম্যানেজমেন্ট কোর্স, সেক্রেটারিয়েট কোর্স। প্রশিক্ষণ নিতে পারেন মৎস্য চাষ, মৌমাছি চাষ, গবাদিপশু সংরক্ষণ, মডেল কোর্সে। মেয়েরা প্রশিক্ষণ নিতে পারেন সেলাই কাজের, বিউটিশিয়ানের। কোন দিনকে, কোন মুহূর্তকে বেহুদা ফেলে দিতে নেই। কঠিন সময়ের এই বাস্তবতায় সারাবিশ্বে আজকের তরুণরাই বেশি সংগ্রামী হয়ে উঠছে। এই সুযোগটি আপনিও নিতে পারেন। দিনের ক্লাসের মত রাতের বেলায়ও একজন শিক্ষার্থী হিসাবে আপনার সমস্ত অধিকার ভোগ করতে পারবেন। দিনের শিক্ষার্থীদের মত রাতের শিক্ষার্থীদের ক্ষেত্রেও কলেজে একই আইন প্রযোজ্য। শুধু ভর্তি সংকট নিরসনে কলেজে রাতের শিফট চালুটাই বড় কথা নয় অতিরিক্ত কর্মসংস্থান এবং তরুণদের কর্মে উৎসাহী এবং সম্পৃক্ত করার জন্য রাতের শিফট অনিবার্য হয়ে পড়েছে। কিন্তু রাতের ক্লাস দেখতে কেমন? ছাত্রছাত্রীরা কিভাবে পড়ে? বেঞ্চের ওপর আলো পড়ে কি? শিক্ষক ব্ল্যাকবোর্ডে যা লিখেন- দেখা যায় কি? অফটাইমে বন্ধু-বান্ধবরা কি আড্ডা দেয় না? ক্ষিধে পেলে দিনের ছাত্রদের মত রাতের ছাত্ররাও কি ক্যান্টিনে চা, সিঙ্গাড়া খায়? যারা কখনো রাতের শিফটের ক্লাস দেখেননি এরকম নানান প্রশ্ন তাদের মাথায় দোলা দেয়? আর এসব প্রশ্নের উত্তরে একেবারে দিনের আলোর মতোই স্বচ্ছ করে বলা যায় কলেজ ক্যাম্পাসে দিনের বেলার মতো রাতের বেলায়ও ঘটে একই ঘটনা। ছাত্রছাত্রীরা ক্লাসে আসে। শিক্ষক পড়ান। ছাত্ররা বন্ধুবান্ধব নিয়ে আড্ডা দেয়। ক্ষিধে পেলে চা, সিঙ্গাড়াও খায়। কিন্তু ইলেকট্রিসিটি চলে গেলে? না, ঘাবড়াবার কিছু নেই। সঙ্গে সঙ্গে জেনারেটর ছেড়ে দেয়া হয়। সেন্ট্রাল ল' কলেজে এর জন্য রয়েছে ইউপিএস সিসটেম। ইলেকট্রিসিটি চলে গেলে দুম করে আলো জ্বলে ওঠে মুহূর্তের মধ্যেই। তবে জগন্নাথ কলেজে দেখা গেছে অপর্যাপ্ত আলোয় ছেয়ে আছে কলেজ ক্যাম্পাস। এটি একটি সমস্যাও বটে। ক্লাস রুমগুলোতে টিমটিমে দুটি করে কম পাওয়ারের বাল্ব জ্বলে। টিউবলাইটের ব্যবস্থা নেই। ক্যাম্পাসের রাস্তা টিউব বাতির আলোয় আলোকিত নয়। তবে সবসময়ই অন্ধকার থেকে সাবধানে থাকে মেয়েরা। তাই ওদের ভ্যানেটি ব্যাগে মিনি টর্চ লাইট, মোমবাতি, ম্যাচ থাকে। রাতে ছাত্রছাত্রীদের আনানেয়ার জন্য ৪টি বাস যাতায়াত করে কলেজ থেকে জিপিও মোড় পর্যন্ত। রাতের শিফটের ছাত্ররা অবশ্য নানা সামাজিক অনুষ্ঠান থেকে কখনো কখনো বঞ্চিত। শিক্ষক-কর্মকর্তা-কর্মচারীরাও বঞ্চিত তালিকায় রয়েছেন। যেমন টিভি দেখা, বিয়ে, জন্মদিন এরকম অনুষ্ঠানে তাদের যাওয়া হয় না। কারণ এ ধরনের সব অনুষ্ঠানই হয় রাতে। এনিয়ে দুঃখ নেই তাদের। অবশ্য কলেজ ক্যাম্পাসে দিনের বেলার মত জমজমাট ভাবটি রাতেও থাকে। বন্ধুবান্ধবী নিয়ে আড্ডা, মিছিল, লেখাপড়া, পিকনিক, শিক্ষাসফর, নবীনবরণ, বিদায় অনুষ্ঠান কোন কিছুতে পার্থক্য নেই দিন এবং রাতের শিফটের মধ্যে। সবই আছে। শুধু নেই সূর্যের আলো।

জগন্নাথ কলেজ

❑ আনজীর লিটন